প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে কার্পাসডাঙ্গায় বিক্ষোভ

আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটূক্তি ও হত্যার হুমকির প্রতিবাদে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

শনিবার বিকাল ৪ টায় কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে সারা দেশের ন্যায় বিক্ষোভ মিছিলটি কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সামনে থেকে বিশাল এক বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে হাজী মার্কেট বাজার পয়েন্টে গিয়ে এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ এর পরিচালনায়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাবিবুল্লাহ বাহার, সাধারণ সম্পাদক সরোয়ার হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মালেক মিয়া, কুড়ুলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দীন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জাহিদুর রহমান মুকুল, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ রহমান কচি, যুগ্ম সম্পাদক শরীফ রতন, প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মেহেদী হাসান মিলন, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বিপু, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সানাউল কবির শিরিন প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যখন সব বাধা উপেক্ষা করে দেশের উন্নয়ন করছেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাববিরোধী শক্তি আবারও সে উন্নয়ন থামিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। গুজব ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করছেন

তারা। কিন্তু তাদের এ অপচেষ্টা আওয়ামী লীগ কখনই সফল হতে দেবে না।

এ সময় তারা আরও বলেন, এখন থেকে আগামী জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ মাঠে থাকবে এবং কাউকে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। প্রধানমন্ত্রীর পাশে থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব অপশক্তি মোকাবিলা করা হবে।

দর্শনায় আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে বিএনপি, যুবদল ও মহিলা দলের কটুক্তি এবং হত্যার হুমকির প্রতিবাদে দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগসহ অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ঘোষিত কর্মসৃচী অংশ হিসাবে সারাদেশের ন্যায় শনিবার বিকালে দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের কার্যলয়ে দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা বিরোধী ষড়যন্ত্র কারীরা যতই শক্তিশালী হোক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তা প্রতিহত করা হবে। যেখানে বিএনপি, জামাত অরাজকতার অপচেষ্টা করবে সাথে, সাথে প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

অন্যন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, ৫ নং ওয়ার্ড সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা সোলায়মান কবির, জয়নাল আবেদীন নফর।

দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আঃ হান্নান ছোট, সহ সম্পাদক আ. মান্নান খান, দর্শনা পৌর যুবলীগের সাধারন সম্পাদক শেখ আসলাম আলী তোতা, কেরুজ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, সাধরন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফ মল্লিক, দর্শনা পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম ববি, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পারভেজ, প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবুর নেতৃত্বে দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি দর্শনা পুরাতন বাজারসহ প্রধান প্রধান সড়ক বিক্ষোভ মিছিল করেন।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গা উপজেলায় ব্যাটারি চালিত ইজিবাইকের চার্জার খোলার সময় পলাশ উদ্দিন (২৭) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামে এঘটনা ঘটে। নিহত পলাশ উদ্দিন ওই গ্রামের ফিরোজ উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, নিজ বাড়িতে বৈদ্যুতিক চার্জে থাকা ইজিবাইক থেকে চার্জার খুলতে গেলে অসাবধানতা-বসত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় পলাশ উদ্দিন। তাকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ইজিবাইক থেকে চার্জার খোলার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় পলাশ। পরে হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। কোন অভিযোগ না থাকায় অবেদনের পেক্ষিতে সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে মরদেহ দাফনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর সেচ্ছাসেবকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর শাখার বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবকলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে আলমডাঙ্গা শহরের পান্না কমিউনিটি সেন্টারে ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে এ কমিটি গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে আলমডাঙ্গা উপজেলা সেচ্চাসেবকলীগের আহবায়ক শরিফুল ইসলাম রিফাতের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবকলীগের সহ-সভাপতি নির্মল কুমার চ্যাটার্জী।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বালাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবকলীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দীন, যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক খায়রুল হাসান জুয়েল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল সায়েম, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক শাকিল আহমেদ জুয়েল বাবু, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আসাদুল হক বিশ্বাস, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শিল্প ও বাণিজ্য উপ কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডঃ আব্দুল মালেক, বাংলাদেশ কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম পানু, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুব ও ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক এ্যাডঃ শফিকুল ইসলাম শফি, জেলা সেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ন-আহবায়ক মতিয়ার রহমান মতি।

অনুষ্ঠান শেষে নতুন এ কমিটির উপজেলা আওয়ামী সেচ্চাসেবকলীগের সভাপতি হিসাবে শরিফুল ইসলাম রিফাত, সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম টুকুল নির্বাচিত হয়। এছাড়াও আলমডাঙ্গা পৌর সেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি মিলন হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন নির্বাচিত হয়।

১২০ টাকার বিরিয়ানী ৩৪০ টাকা

আলমডাঙ্গায় বিআরডিবি এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিদের কর্মশালায় বরাদ্দকৃত অর্থ আত্নসাৎ এর অভিযোগ উঠেছে প্রকল্প কর্মকর্তা আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে । গতকাল বৃহস্পতিবার বিআরডিবি অফিসে খোঁজ নিলে প্রশিক্ষণের নামে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্নসাৎ এর সত্যতা মিলে। এ ঘটনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিদের মাঝে তিব্র ক্ষোভ বিরাজ করে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার পল্লি উন্নয়ন বোর্ড পল্লি জিবীকায়ন প্রকল্পের (৩য় পর্যায়ে) সুফল ভোগীদের আয়বর্ধন মূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্টিত হয়। গত মঙ্গলবার থেকে ৩ দিনের এ কর্মশালা অনুষ্টিত হয়। এ কর্মশালায় শাকসবজি চাষ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন অঞ্চলের ৪০ জন নারী অংশ গ্রহণ করে।

এ কর্মশালায় প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেক সুফল ভোগী প্রশিক্ষণার্থীকে প্রত্যেক দিন সম্মানি ভাতা, খাবার, যাতায়াত, খাতা-কলম, সনদ বাবদ ১ হাজার ৪০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এতে প্রত্যেক দিন প্রশিক্ষণার্থীকে সম্মানি ভাতা বাবদ ৫শত টাকা, খাবার ৩শত ৪০ টাকা, যাতায়াত ২শত টাকা, খাতা-কলম বাবদ ৫০ টাকা ও সনদ বাবদ ৫০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করে পল্লি উন্নয়ন বোর্ড পল্লি জিবীকায়ন প্রকল্প। এতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৩০% অর্থ আত্নসাৎ করেছে। প্রশিক্ষণার্থীদের বরাদ্দকৃত অর্থের শুধু সম্মানি ভাতা ৫শত টাকা, ৩শত ৪০ টাকার খাবার ১২০, যাতায়াত খরচ বাবদ ২শত টাকা, ৩০ টাকার খাতা-কলম ৫০, ২০ টাকার সনদ ৫০ টাকা করে দাম ধরানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী প্রশিক্ষণার্থীরা। এতে প্রতি প্রশিক্ষণার্থী বাবদ প্রতিদিন ২২০ টাকা করে মোট ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের ৮ হাজার ৮ টাকা। ৩ দিন মোট ২৬ হাজার ৪শত টাকা আত্নসাৎ করে ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান।

পল্লি জীবিকায়ন প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান জানান, প্রতি প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিদিন ১হাজার ৪০ টাকা বরাদ্দ।তাদের ৩ দিনে মোট ২ হাজার ১ শত টাকা প্রদান করা হয়। তিনি আরো বলেন, খাবার জন্য বরাদ্দ পেয়েছি ২৪০ টাকা। তার মধ্যে যতটা

সম্ভব ভাল খাবার দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

সরকারি বাজেট তালিকার সাথে ভারপ্রাপ্ত অফিসার আব্দুল মান্নানের কথায় অসংগতি লক্ষ করা গেছে। ৩৪০ টাকা বরাদ্দ উল্লেখ থাকলেও তিনি সেটাকে ২৪০ টাকায় নামিয়ে নিয়ে আসেন।

দর্শনায় ছাদ থেকে পড়ে ৪ সন্তানের জননীর মৃত্যু

দর্শনার দোস্ত গ্রামে ঘরের ছাদ থেকে পড়ে রোকেয়া বেগম (৬২) নামের এক ৪ সন্তানের জননীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালের দিকে নিজ বসত বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে আহত হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। এ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের ভুইয়া পাড়ায়।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের ভুইয়া পাড়ার ফজলু ভুইয়ার স্ত্রী রোকেয়া বেগম নিজ বসতবাড়ির ছাদে ধান শুকানোর কাজ করছিলেন। এসময় সকাল সাড়ে ১০ দিকে ধানের নেওর দেওয়ার কাজ করার একপর্যায় অসাবধনতা বসত ছাদের উপর হতে উল্টে নীচে পড়ে যায়। এতে করে রোকেয়া বেগম মারাত্বক ভাবে আহত হয়। এসময় পরিবার ও স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে নেওয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। সেখানে নেওয়ার পর চিকিৎসাধীনের এক পর্যায় দুপুরের দিকে তার মৃত্যু হয়। গতকাল রাতে রোকেয়া বেগমের নামাজের জানাযা শেষে গ্রামের কবরস্থানে তার দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

দর্শনা টু মুজিবনগর সড়কে কালভার্ট নির্মানে নেই কোন সতর্ক চিহ্ন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা-টু মুজিবনগর সড়কের উন্নয়ন কাজ ইতিমধ্যই চলছে। রাস্তাটির প্রশস্থ ও সংস্কারের আগে বেশ কয়েক জায়গায় কালভার্ট নির্মানের কাজ চলছে।

রাস্তাটির কালভার্ট নির্মানে সড়কের উপর আগে থেকেই কোন সতর্ক চিহ্ন না থাকায় পথচারীরা হঠাৎ করে নির্মানাধীন কালভার্টের কাছে পৌঁছে সড়ক দূর্ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছে।

বিশেষ করে অন্য জেলা থেকে আসা মটরসাইকেল আরোহী সহ ট্রাক, মিনিট্রাকসহ এগুলো পড়ছে চরম ভোগান্তিতে।

বড় ধরনের সড়ক দূর্ঘটনা এড়াতে প্রতিটি কালভার্ট নির্মানের স্থানে সতর্কতা চিহ্ন বা সতকর্তা মূলক লেখা দিয়ে দূঘটনা থেকে সাধারন মানুষকে বাঁচাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

আলমডাঙ্গায় প্রধানমন্ত্রীর ঘর পেয়েও অতিরিক্ত সরকারি জমি দখলের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার এনায়েতপুর প্রধানমন্ত্রীর ঘর সহ ২ শতক জমির অবশিষ্ট আরো ২ শতক জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে ভূমিহীন বেদানার বিরুদ্ধে। সরকারি জমির ওই বাড়ির পাশের রাস্তা দখল করে বেড়া দেওয়ায় বিপাকে পড়েছে ৪ টি পরিবারের লোকজন।

এতে বিপাকে পড়েছে ওই বাড়ির পাশে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ।

প্রতিবাদ করায় একাধিক হামলা-মামলার শিকার এলাকাবাসী। থানা পুলিশ, স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের দারস্ত হয়েও মিলছে না সুরাহা । এতে সহিংসতার আশঙ্কা প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর চারাপাড়ায় ভূমিহীন বেদানা খাতুন। সে গত ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে জমি ও ঘর পায়। ওই জমির পরিমাণ ৪ শতক। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর ঘর ও জমির দলিল হিসাবে বেদানা মালিকানায় আছে ২ শতক।

খাস খতিয়ান ভুক্ত জমি আরো ২ শতক জমি পরিত্যক্ত হয়ে আছে। ওই জমির পাশেই বেদানার ভাসুরের বাড়ি ঘর। তারা মৃত মকছেদ আলীর ছেলে মহির, আনারুল ও মিনারুল। এছাড়াও মিনারুলের ছেলে সাদ্দাম বাড়ি তৈরি করে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করে আসছে।

সরকারি ২ শতক জমি পরিত্যক্ত থাকায় ওই জমি দিয়ে ৪ পরিবারের প্রায় ২০/২৫ জন মানুষ যাতায়াত করে থাকে। এদিকে, গত ২০২১ সালে ভূমিহীন বেদানা খাতুন প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে ২ শতক জমি ও পাঁকা বাড়ি পায়। বাড়ি পাবার পর থেকে বেদানা জোরদখল করে খাস জমি পরিত্যক্ত থাকায় বিভিন্ন সময় দখলের চেস্টা করে।

৪ পরিবারের যাতায়াত পথ বন্ধ করে কাঁটা ও বেড়া নির্মাণ করে বেদানা। ওই বেড়া সরিয়ে যাতায়াতে সুযোগ্য পথ তৈরি করায় ৪ পরিবারের প্রায় ১০-১৫ জনের নামে মামলা করেন বেদানা। এবিষয় বেদানা বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদ সহ আলমডাঙ্গা থানায় একাধিক লিখিত অভিযোগ করে।

এ ব্যাপারে স্থানীয় মেম্বার হাসিবুল জানান, জমি সংক্রান্ত বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদে লিখিত অভিযোগ করে বেদানা। এ বিষয়ে গ্রাম্য ভাবে মিমাংস করার চেস্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নূর জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসাবে ভূমিহীন বেদানাকে ২ শতক জমি ও ঘর প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, ওই জায়গায় অতিরিক্ত জমি থাকলে ভুক্তভোগী দখল নিতে পারবে না। যদি জোরপূর্বক দখল করে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি সৃস্টি করে তার বিষয়ে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় কমিউনিটি লাইব্রেরী স্থাপনে মতবিনিময় সভা

দর্শনায় কৈশোর কর্মসূচী কমিউনিটি লাইব্রেরি স্থাপনে কিশোর-কিশোরিদের ভূমিকা বিষয়ক মতবিনিময় সভা এবং বুকসেলফ ও বই বিতরন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার দুপুর ১২ টার দিকে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ট্রেনিং হল রুমে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার অফিসান ইনচার্জ ওসি এ এইচ এম লুৎফুল কবির,দর্শনা কেরুজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম,দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হুমায়ন কবির, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, প্রোগ্রাম অফিসার কামরুজ্জামান যুদ্ধ, ইসমাইল হোসেন টিটো, পলাশ, কানিজ সুলতানা।

অনুষ্ঠান শেষে তিন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে বই তুলে দেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও সহযোগীতায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন।

দর্শনায় প্রবীনদের মাঝে সম্মাননা স্মারক বিতরণ

দর্শনায় প্রবীনদের মান উন্নয়নে শ্রেষ্ট প্রবীন ও শ্রেষ্ট সন্তানদের মাঝে সম্মাননা স্মারক বিতরণ ও প্রবীনদের মাঝে ক্রীড়া

প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১ টায় দর্শনা পুরাতন বাজার পৌর প্রবীন কমিটির কার্যলয় চত্বরে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম।

দর্শনা পৌর প্রবীন কমিটির সভাপতি সাবেক উপাধ্যক্ষ মোশারফ হোসনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু, প্রবীন কমিটির সাধারন সম্পাদক হাজী আকমত আলী, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সমৃদ্ধ কর্মকর্তা কামরুজ্জামান যুদ্ধ।

অনুষ্ঠানে ৫ জন শ্রেষ্ট সন্তানদের মধ্যে সম্মাননা স্মারক গ্রহন করেন, ঝিনাইদহ ম্যাটসের অধ্যক্ষ ও দর্শনা মুক্তি ক্লিনিকের পরিচালক শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা পৌর প্যানেল মেয়র রবিউল ইসলাম সুমন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আরতি হালসানা, এবং লাভলুর রহমানকে মা বাবাকে দেখ ভাল করার জন্য সম্মাননা স্বারক প্রদান করা হয়।

একই সময় ৫ জন শ্রেষ্ট প্রবীন প্রাক্তন শিক্ষকদের মাঝে সম্মাননা ক্রেষ্ট তুলে দেওয়া হয়। সম্মাননা স্মারক প্রাপ্তরা হলেন দর্শনা মেমনগর বি ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক মুনাজির হোসেন, বদর উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, বিশিষ্ট সমাজ সেবক হুমায়ন কবির,ও সিরাজুল ইসলামকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেন সাংবাদিক হানিফ মন্ডল।